যুগান্তর

তারিখ 26 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বগুড়া কৃষি কলেজ ৭ বছর বন্ধ বেতন পাচ্ছেন না সংশ্লিষ্টরা

মোঃ নাজমুল হুদা নাসিম, *বগুড়া ব্যুরো*

পরিচালনা কমিটির দুর্নীতিসহ নানা কারণে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বগুড়ার একমাত্র কৃষি কলেজ গত সাত বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। প্রায় ১২ বছর ধরে বেতন-ভাতাবঞ্চিত রয়েছেন দুই শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাদের অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সরকারি বা বেসরকারিভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানটি চালুর ব্যাপারে তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। জেলা প্রশাসন কমিটি গঠন ও প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। অরক্ষিত থাকায় ল্যাব সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ফার্নিচার, টিন, ইট চুরি হয়ে গেছে। ভুক্তভোগীরা কলেজটি চালু করতে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, কিছু হিতৈষী ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ৬ জুন কৃষিপ্রধান বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার চকজোড়া রানীরহাট এলাকায় 'বগুড়া কৃষি কলেজ' স্থাপিত হয়। কলেজ পরিচালনা কমিটি শিক্ষক পদে ২৪ জন ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে ২০০ জনকে নিয়োগ দেয়। অভিযোগ রয়েছে, তাদের কাছ থেকে ডোনেশনের নামে বিপুল অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছিল। পরের বছর কলেজটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি লাভ করে। শিক্ষক-কর্মচারীরা জায়গা-জমি বিক্রি ও ধারদেনার টাকা দিয়ে চাকরি নিলেও তারা বেতন-ভাতার মুখ দেখেননি। নানা কারণে কলেজে অচলাবস্থা দেখা দেয়ায় ১৯৯৯-২০০১ সেশনে মোট ২৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের ১৮০ জনকে ভর্তি করিয়ে নেয়। চতুর্থ বর্ষের অবশিষ্ট ১০০ শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। এদিকে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে তারেক রহমানের হস্তক্ষেপে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির উপ-পরিচালক ড. আবদুর রশিদকে ডেপুটেশনে এ কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া ডিসিকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটি ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ায় তাদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। তারা অনিয়মিতদের বাদ দিয়ে নিয়মিতদের নিয়োগ বৈধকরণের দাবি জানান। কিন্তু পরিচালনা কমিটি তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করায় কিছু শিক্ষক-কর্মচারী আদালতের আশ্রয় নেন। আদালত ডিসিসহ নয়জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ও নিয়োগ বন্ধ করে দেন। এরপর থেকে কলেজের সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে রয়েছে। পরিচালকদের বিরুদ্ধে দুদকে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা হলেও গত ৯ বছরে তার অগ্রগতি নেই। শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধিভুক্তি স্থগিত করে দেয়।

যুগান্তর
বগুড়া কৃষি কলেজের পরিত্যক্ত ভবন